

34630 - ঈমান বল্লাহ বা আল্লাহর প্রতি ঈমান বলতে কী বুঝায়

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান বাস্তবায়নের ফজলিত সম্পর্কে আমি প্রচুর পড়ছি, অনেকে শুনছি। আল্লাহর উপর ঈমান আনা বলতে কী বুঝায়; তা যদি একটু বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন যেহেতু আমি পূর্ণ ঈমান বাস্তবায়ন করতে পারি এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীবর্গের আদর্শ বরাদ্ধী সবকিছু থেকে দূরে থাকতে পারি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহর উপর ঈমান আনার অর্থ হলো- “তাঁর অস্তিত্বের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। কোন সন্দেহে সংশয় ছাড়া এ বিশ্বাস স্থাপন করা যাবে- তিনি একমাত্র প্রতাপালক (রব্ব), তিনি একমাত্র উপাস্য (মাবুদ) এবং তাঁর অনেকেগুলো নাম ও গুণ রয়েছে।” সুতরাং আল্লাহর উপর ঈমান চারটি বিষয়কে শামলি করে। যে ব্যক্তি এই চারটি বিষয়কে বাস্তবায়ন করবে, তিনি প্রকৃত মুমিন হিসেবে বিবেচিত হবেন।

প্রথমত: আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি ঈমান আনা: ইসলামী শরিয়তের অসংখ্য দলীল যমেন আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করে তমেনা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও সাধারণ প্রবৃত্তি দ্বিধাহীনভাবে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ সাব্যস্ত করে।

১. আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে মানব ফতিরতরে বা প্রবৃত্তির প্রমাণ: প্রতিটি সৃষ্টিই স্বপ্রণোদিতভাবে তার স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসী হবে -এটাই যৌক্তিক। এ জন্য সুগভীর চিন্তা বা সুদীর্ঘ গবেষণার কোন প্রয়োজন নাই। সৃষ্টিমাত্রই এ স্বাভাবিক সুস্থ প্রবৃত্তির উপর টকি থাকবে, যতক্ষণ না তার অন্তরে এমন কোন ভ্রষ্টতা প্রবশে করে, যা তাকে এ থেকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়। এ জন্যই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “প্রতিটি নিবজাতক তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পতি-মাতা তাকে ইহুদী বানায়, খ্রিস্টান বানায় বা অগ্নিপূজক বানায়।” [বুখারী, ১৩৫৮ ও মুসলিম, ২৬৫৮]

২. আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির প্রমাণ: বিবেকবানমাত্রই বুঝতে পারে যে, পৃথিবীর আদি থেকে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

অন্ত পর্যন্ত যত মাখলুকাত অতবাহতি হয়েছে বা হবে এদের একজন স্রষ্টি থাকতই হবে। না থেকে কোন উপায় নাই। কেননা, কোন সৃষ্টি যিহেন নজি নজিকে অস্ততিব দতি পারবে না, তমেনি দবৈক্রমে অস্ততিবে আসাও সম্ভব নয়। সবে নজি নজিকে অস্ততিব দতি পারবে না। কারণ কোন বস্তুই আপনাকে সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না। অস্ততিবে আসার আগে যবে নজি অস্ততিবহীন ছিল, সবে কভাবে স্রষ্টি হবে? অনুরূপভাবে দবৈক্রমে হয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। কেননা প্রতিটি ঘটনার, প্রতিটি কর্মের পছন্দে একজন কর্মকার থাকে। সবোপরি, এমন সুকটেশল-সুশৃঙ্খল-সুনিয়ন্ত্রিত-সুসামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতিতে পৃথিবী সৃষ্টি ও মানবজাতির আবর্তিত্ব এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, এটি হলো ফলোয় আপনাআপনি হয়নি। আপনাআপনি বিশৃঙ্খলভাবে অস্ততিবে আসাই তো কোন কছির পক্ষে সম্ভব না, আর এভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে টিকে থাকা তো বহুদূরে কথা। সুতরাং সৃষ্টি যখন নজি নজিকে অস্ততিব দান করে ক্ষমতা রাখে না, আপনাআপনি হয়ে যাওয়াও যখন অবাস্তব, তখন একথাই প্রমাণিত হয় যে, একজন অস্ততিবদানকারী আছেন। আর তিনি হলেন, “আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।”

এই বুদ্ধিবৃত্তিক অকাট্য প্রমাণ বর্ণনায় আল্লাহ নজি ইরশাদ করেন, “তারা কি স্রষ্টি ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে? নাকি তারা নজিরেই স্রষ্টি?” [সূরা তুর ৫২:৩৫] অর্থাৎ তারা স্রষ্টি ব্যতীত সৃষ্টি হয়নি এবং তারা নজিরে নজিদেরকে সৃষ্টি করেনি। সুতরাং এ থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এ জন্য জুবাইর ইবনে মুতয়মি যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সূরা তুরে এ আয়াতগুলো পড়তে শুনলেন- “তারা কি স্রষ্টি ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, নাকি তারা নজিরেই স্রষ্টি? তারা কি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা তো অবশিষ্ট। তোমার প্রতিপালকের ধনভাণ্ডার কি তাদের নিকট আছে? না কি তারা এর নিয়ন্ত্রক?” [সূরা তুর ৫২:৩৫-৩৭] তখন তিনি মুশরকি হওয়া সত্ত্বেও বলে উঠলেন: “আমার হৃদয় যেনে উড়ে যাবে। এ আয়াতগুলো আমার অন্তঃকরণে প্রথম ঈমানের আলো জ্বালিয়ে তুললো।” [বুখারী কয়েকটি স্থানে হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন]

একটি উদাহরণে মাধ্যমে আমরা বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারব- “আপনার কাছে এসে কটে একজন একটি সুরম্য অট্টালিকার গল্প করলো। যার চারদিকে পুষ্পশোভিত বাগান, পাদদেশে বইছে নয়নাভিরাম নহর, খাট-পালঙ্ক-গালচায় সবে উদ্যান সুসজ্জিত, সৌন্দর্য সখোনে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তারপর বলল, এই যে অট্টালিকা, আর তার চারপাশের যাবতীয় সাজসজ্জা সব কনিতু নজি নজি হয়েছে। কটে এগুলো তরী করেনি। এ কথা শুনলে আপনি নিঃসন্দেহে লোকটিকে মথিযাবাদী সাব্যস্ত করবেন এবং তার এ দাবীকে হসে উড়িয়ে দিবেন। তাই যদি হয়, তবে কভাবে এ কথা মনে নেয়া সম্ভব যে - এ সুবিশাল মহাবিশ্ব, আকাশমণ্ডল, গ্রহ-নক্ষত্র-তারকারাজি, এত নখিত এত নপিণ সবকিছু কোন একজন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আপনাআপনি তরী হয়েছে?

এক মরুচারী বদেঈনের মাথায়ও স্রষ্টির অস্ততিবের এ যুক্তিনির্ভর প্রমাণটি অবলীলায় খলে গিয়েছিলো। দ্বিধাহীন চিত্তে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

সে এটি প্রকাশ করেছে। যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, “কভিবে তুমি তোমার রবকে চিনলে?” সে বললো, “উটরে বসিটা দেখে আপনি বুঝে নেন যে এ পথে উট হুঁটেছে। পায়রে চহিন দেখে আপনি বুঝে নেন যে, এ পথে কউে একজন চলছে। তাহলে স্তরে স্তরে সাজানো আকাশ, দশে-মহাদশে ভিক্ত জমনি, তরঙগ বকিষুব্ধ উত্‌তাল সমুদ্র...এগুলো কনে প্রমাণ করবে না যে, একজন সর্বদ্রষ্টা সর্বশ্রুতো মহান সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই আছেন।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহর কর্তৃত্ব ও প্রতাপালকত্বে বশ্বাস স্থাপন: অর্থাৎ এ বশ্বাসে অটল থাকতে হবে যে, আল্লাহ একমাত্র রব, একমাত্র প্রতাপালক। এই মহাবশ্বি পরচিলনায় তার আর কোন অংশীদার বা সহযোগী নহে।

রব (رب) বলা হয় তাঁকে যিনি সৃষ্টি করেন, পরচিলনা করেন এবং মালকানা যার জন্য। সুতরাং – আল্লাহ ছাড়া আর কোন স্রষ্টা নহে। আল্লাহ ছাড়া আর কোন মালকি নহে। তিনি ছাড়া আর কোন বশ্বি পরচিলকও নহে। পবতির করোনে অনেকে জায়গায় এ ঘোষণা বারবার উচ্চারণিত হয়েছে - “জনে রাখুন, সৃষ্টি করা ও হুকুমের মালকি তিনি।” [সূরা আ'রাফ ৭:৫৪] “বলুন! তিনি কে, যিনি আসমান ও জমনি হতে তোমাদেরকে রজিকি পৌঁছিয়ে থাকেন? অথবা কে তিনি, যিনি করণ ও চক্ষুসমূহের উপর পূরণ অধিকার রাখেন? আর তিনি কে, যিনি জীবতিকে মৃত থেকে আর মৃতকে জীবতি থেকে বরে করে আনেন? আর তিনি কে, যিনি সমস্ত কার্যাদি পরচিলনা করেন? অবশ্যই তারা বলবে যে তিনি একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং আপনি বলুন, তবে কনে তোমরা তাঁকে ভয় করছ না। [সূরা ইউনুছ ১০:৩১] “তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সকল কার্য পরচিলনা করেন। তারপর তা একদনি তাঁর কাছেই উঠবে।” [সূরা হা-মীম সজেদা, ৩২:০৫] “তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতাপালক। সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই। আর তোমরা আল্লাহর পরবির্তে যাদেরকে ডাকো, তারা তো খজুর আঁটির উপরে পাতলা আবরণ বরাবর (অতি তুচ্ছ কছিরও) মালকি নয়।” [সূরা ফাতরি ৩৫:১৩]

একটু মনোযোগে দিয়ে লক্ষ্য করুন। সূরা ফাতহিয়ায় আল্লাহ বলছেন, **مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ** অর্থাৎ “তিনি বিচার দবিসরে মালকি।” অন্য ক্বরোতে এসছে **مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ** অর্থাৎ “তিনি বিচার দবিসরে রাজা বা বাদশাহ।” এই দুটি ক্বরোতকে যদি আপনি একত্রিত করেন তাহলে চমৎকার একটি তাৎপর্য বেরিয়ে আসবে। রাজত্ব ও কর্তৃত্ব বুঝাতে “**مَلِكٌ**” (অধিকর্তা) শব্দরে চয়ে “**مَلِكٌ**” (রাজা) শব্দটি বেশী প্রাঞ্জল ও অর্থবোধক। কনিতু কখনো কখনো “**مَلِكٌ**” (রাজা) দ্বারা শুধু নামসর্বস্ব কর্তৃত্বহীন রাজাকও বুঝানো হয়। অর্থাৎ সে “**مَلِكٌ**” বা বাদশাহ-ই কনিতু তার হাতে কোন কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা না থাকায় তাকে “**مَلِكٌ**” বা অধিকর্তা বলা যায় না। এজন্য দুই ক্বরোতরে “**مَلِكٌ**” ও “**مَلِكٌ**” শব্দদ্বয় একত্র করলে আল্লাহর জন্য রাজত্ব ও কর্তৃত্ব দুটোই নরিধারতি হয়ে যায়।

তৃতীয়তঃ আল্লাহর উপাস্যত্বে বশ্বাস স্থাপন:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

অর্থাৎ মনপেরাণে একথা বশির্বাশ করতে হবে যে- আল্লাহই একমাত্র ইলাহ তথা সত্য উপাস্য। উপাসনা প্রাপ্তিতে আর কউে তাঁর অংশীদার নয়। ইলাহ (إِلَٰه) অর্থ হলোঃ সম্মান ও বড়ত্বের কারণে শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় যার উপাসনা করা হয়। আর এটাই মূলতঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ إِيْلَٰهَ الْاٰلِ الْاٰدِاِ الْعِزِّ الْعَلِيِّ এর তাৎপর্য। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য উপাস্য নাই। আল্লাহ বলেন, “আর তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ। সেই দয়াময় ও পরম দয়ালু ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই।”[সূরা বাকারা ২:১৬৩] আরও বলেন, “আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নশিচয়ই তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই এবং ফরেশেতাগণ ও জ্ঞানবানগণও এ সাক্ষ্য প্রদান করে। তিনি (আল্লাহ) ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য উপাস্য নাই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[সূরা আল ইমরান ৩:১৮]

আল্লাহকে বাদ দিয়ে আর যা কিছু ইবাদত করা হয়, কথিবা আল্লাহর সাথে আর যারই উপাসনা করা হয়...তার উপাস্যত্ব নঃসন্দেহে বাতলি। কারণ তিনি ছাড়া আর কারো উপাসনা পাওয়ার অধিকার নাই। আল্লাহ বলেন, “আল্লাহ, তিনিই একমাত্র সত্য। তারা তার পরবর্ত্তে যাকে ডাকে, তা বাতলি। আর আল্লাহ সুউচ্চ, মহান।”[সূরা হজ্জ ২২:৬২]

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ঐতথা উপাস্য বা দেবতা নাম দলিইে সে উপাসনা পাওয়ার উপযুক্ত হতে পারে না। “লাত, মানাত, উজ্জা-র” প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, “এগুলোতো কতক নামমাত্র, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখেছে। যার সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল প্রেরণ করেননি।”[সূরা নাজম: ২৩] ইউসুফ (আঃ) এর গল্প বলতে গিয়ে আল্লাহ ইরশাদ করেন, ইউসুফ কারাগারে তার দুঃসঙ্গীকে বলছিলেন, “ভিনি ভিনি বক্ষিপ্ত বহু প্রতাপালক শ্রয়ে? নাকি পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা শুধু কতকগুলো নামের ইবাদত করছো, যে সব নাম তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখেছে। এইগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ পাঠান নাই।”[সূরা ইউসুফ ১২:৩৯-৪০]

সুতরাং, আল্লাহ ছাড়া আর কউে ইবাদতের উপযুক্ত নয়। একমাত্র তাঁর জন্য ইবাদতকে একীভূত করতে হবে। কোন নকৈট্যপ্রাপ্ত ফরেশেতা, কথিবা প্রেরিত নবী, কথিবা অন্য কোন কিছুই এ ক্ষেত্রে তাঁর অংশীদার হতে পারে না। এজন্যই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলদের দাওয়াতের মূল শ্লোগান ছিল একটাই। “আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য উপাস্য নাই।” إِيْلَٰهَ الْاٰلِ الْاٰدِاِ الْعِزِّ الْعَلِيِّ আল্লাহ বলেন, “আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করি নাই, তার প্রতি ওহী ব্যতীত যে- আমি ছাড়া অন্য কোন সত্য মাবুদ নাই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।”[সূরা আম্বিয়া, ২১:২৫] আল্লাহ আরও বলেন, “আমি প্রত্যেকে জাতরি জন্য রাসূল পাঠিয়েছি এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাগুতকে বর্জন করবে।”[সূরা নাহল, ১৬:৩৬] এতকছির পরও মুশরকিরা কভিবে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যান্য বাতলি উপাস্যদের উপাসনা করতঃ!

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

চতুর্থত: আল্লাহর সুন্দর নাম ও সফিতসমূহের উপর বশ্বাস স্থাপন: অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নজিরে জন্য তাঁর কতিব বা তাঁর রাসুলের সুন্নতে যে সমস্ত উপযুক্ত সুন্দর নাম ও সফিত সাব্যস্ত করছেন সেগুলোকে কোন ধরনের তাহরীফ (تحریف-গুণকে বকিত করা), তা'তীল (تعطیل-গুণকে অস্বীকার করা), তাকযীফ (تكییف-গুণ বা বশেষ্ট্যের অবয়ব নর্ধারণ করা) বা তামসীল (تمثیل-মাখলুকের গুণের সাথে সাদৃশ্য দয়ো) ছাড়া নঃসঙ্কোচে মনে নয়ো। আল্লাহ বলেন, “আর আল্লাহর সুন্দর সুন্দর ভালো নাম রয়েছে। সুতরাং তোমরা তাঁকে সসেব নামহে ডাকবে। আর তাদেরকে বর্জন করো, যারা তাঁর নাম বকিত করে। অচরিহে তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতফিল দয়ো হবে।”[সূরা আ'রাফ, ৭:১৮০] আল্লাহর জন্য সুন্নিদ্ষিট সুন্দর নাম সাব্যস্ত থাকার ব্যাপারে এ আয়াতটি সুস্পষ্ট দলীল। আল্লাহ বলেন, “আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ গুণ তাঁরই এবং তিনিহি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাশ্রময়।”[সূরা রুম, ৩০:২৭] এ আয়াতটি আল্লাহর পরপূর্ণ সফিতসমূহ সাব্যস্ত হওয়ার প্রমাণ। কনেনা, আয়াতে বর্ণতি الْمَثَلُ الْأَعْلَى অর্থ হলো الوصف الأكمل তথা পরপূর্ণ গুণ। এ আয়াতদুটো আল্লাহর নাম ও সফিতের বশেষটি আমভাবে সাব্যস্ত করে। পাশাপাশি এগুলোর বস্তিতারতি বর্ণনা করোনে ও হাদসি প্রচুর বদ্যমান।

“আল্লাহর নাম ও সফিতের” অধ্যায়টি জ্ঞানের এমন একটি শাখা যে বশেষে মুসলমি উম্মাহ চরম মতপার্থক্যে লপ্ত হয়ছে। এ মতপার্থক্যগুলোর সূত্র ধরে তারা নানা দল-উপদলে বভিক্ত হয়ছে। এই মতভদেপূর্ণ পছিলি পটভূমকায় আমাদরে অবস্থান হলো আল্লাহর নর্দিশেতি “নরিপদ অবস্থান।” তিনি বলেন, “যদি তোমাদরে মধ্যে কোন বশেষে কোন মতবরিদে হয়, তবে আল্লাহ ও রাসুলের দকি প্রত্যাবর্ততি হও, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বশ্বাস করে থাকো। এটাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্টের পরসিমাপ্তি।”[সূরা নসি : ৫৯] সুতরাং, আমরা এ বশেষে যাবতীয় মতপার্থক্যকে আল্লাহর কতিব ও তাঁর রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নতের দকি ফরিাই। পাশাপাশি এ ক্ষত্রে আমাদরে সৎকর্মশীল পূর্বসূরি সাহাবায়ে করোম ও তাবয়ীদের মতামতগুলো পর্যালোচনাপূর্বক গ্রহণ করি। কারণ তাঁরা ছিলনে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কথার তাৎপর্য বোঝার ক্ষত্রে সর্বচে যোগ্য ও বজ্ঞ ব্যক্তি। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সাহাবীদের প্রশংসা করতে গিয়ে কত সুন্দর করেই না বলছেন: “তোমাদরে মধ্যে কডে যদি কোন পথ অনুসরণ করতে চায়, তবে সে যনে যাঁরা মারা গেছেন তাঁদের পথ অনুসরণ করে। কারণ, জীবতির ফতেনার আশংকা থেকে নরিপদ নয়। আর সে সব মৃতরা হলনে রাসুলের সঙী-সাথীরা। তাঁরা এ উম্মতের মাঝে হৃদয়ের দকি থেকে সর্বচে স্বচ্ছ ও পবতির, জ্ঞানের দকি থেকে সর্বচে গভীর, আর ক্ত্রমি আচরণের দকি থেকে সর্বচে স্বল্প। তাঁরা এমন একদল লোক, যাঁদেরকে আল্লাহ তাঁর দ্বীন প্রতষিঠার জন্য এবং তাঁর রাসুলের সাহচর্যের জন্য মনোনীত করেছেন। সুতরাং তাঁদেরকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করো। তাঁদের অনুসৃত পথ আঁকড়ে ধরো। কারণ তাঁরা ছিলনে সঠিক পথের উপর প্রতষিঠতি।”

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

যে কউ এ অধ্যায়ে (আল্লাহর নাম ও সফিাত) সাহাবী ও তাবয়ীদরে দেখানো পথ থেকে সরে গিয়েছে, সেই ভুল করছে। পথভ্রষ্ট হয়েছে। মুমনিদরে রাস্তা থেকে ছটিকে পড়ছে। এবং আল্লাহর সেই ঘোষিত শাস্তরি উপযুক্ত হয়েছে যাতে তিনি বলেন, “হদোয়তেরে পথ প্রকাশিত হওয়ার পরও যে ব্যক্তি রাসূলরে বরিদ্ধাচরণ করে এবং মুমনিদরে পথ ছড়ে অন্য পথরে অনুগামী হয়, তবে সে যাতে নবিষিট আছে আমিতাকে তাতই প্রত্যাৱর্ততি করবো এবং তাকে জাহান্নামে নকিষেপে করবো। আর সটো কতইনা নকিষিট প্রত্যাৱর্তনস্থল।”[সূরা নসিা ৪:১১৫]

আল্লাহ তায়ালা হদোয়তেরে জন্য শরত করে দয়িছেনে যে, ঈমান হতে হবো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গীদরে ঈমানরে মত। ইরশাদ হচ্ছো- “অনন্তর তোমরা যরুপ বশ্বিাস স্থাপন করছে, তারাও যদি তদ্রুপ বশ্বিাস স্থাপন করে তবে নশ্বিচয়ই তারা সুপথ প্রাপ্ত হবো।”[সূরা বাকারাহ ২:১৩৭] বুঝা গলে তাদরে অনুসৃত পথ থেকে যে ব্যক্তি যত বশৌ দূরে সরে যাবে, তার হদোয়তে প্রাপ্তরি পরমাণও সে হারে কমে আসবে। সুতরাং আল্লাহর নাম ও সফিাতরে এ অধ্যায়ে আমাদরে জন্য আবশ্যক হলো-

- আমরা আল্লাহর জন্য কবেলমাত্র সে সব নাম ও সফিাত সাব্যস্ত করব, যা তিনি অথবা তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাব্যস্ত করছেন।
- এ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিসসমূহকে এর প্রকাশ্য অর্থরে উপরে রাখব; রূপকার্থ খুঁজতে যাবো না।
- রাসূলরে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীরা এগুলোর ক্ষেত্রে যে রূপ বশ্বিাস রাখতনে, আমরাও তাই রাখব। কারণ তাঁরা ছিলনে উম্মতরে মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞাণী।

পাশাপাশি আমাদরেকে জনে রাখতে হবো যে, এখানে চারটি বিষয় রয়ছে, যগুলো বপিদসংকুল খাদরে মত। যে ব্যক্তি এগুলোর কোনটায় পড়বে, আল্লাহর নাম ও সফিাতরে ব্যাপারে তার ঈমান যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হবো না। এক্ষেত্রে ঈমানকে সঠিক মাত্রায় ধরে রাখতে হলে এ চারটি বিষয় থেকে অবশ্যই বঁচে থাকতে হবো। সেগুলো হল- তাহরীফ (গুণকে বকিত করা), তা’তীল (গুণকে অস্বীকার করা), তামসীল (মাখলুকরে গুণরে সাথে সাদৃশ্য দয়ো) ও তাকরীফ (গুণ বা বশৈষিট্যরে অবয়ব নরিধারণ করা)।

(১) তাহরীফ (تحريف)

আল্লাহর নাম ও সফিাত সংক্রান্ত করোন বা হাদিসরে নস্সমূহকে (স্পষ্ট দলীলসমূহকে) এর সঠিক অর্থ থেকে পরিবর্তন করে অন্য দিকে সরিয়ে নয়ো, কথিবা অন্য অর্থ করা, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল উদ্দেশ্য করনেন। যমেন- (يد الله) তথা আল্লাহর হাত। আল্লাহর হাত থাকার সফিাতটি করোন ও হাদিসরে অনেকে নস্ দ্বারাই প্রমাণিত। এখানে “হাত” কে নয়োমত

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ
মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

বা কুদরত অর্থে গ্রহণ করা তাহরীফ।

(২) তা'তীল (تعطيل)

আল্লাহর সকল নাম ও সফাতকে অস্বীকার করা কথিবা এর কোন কোনটিকে অস্বীকার করাকে “তা'তীল” বলে। সুতরাং কউে যদি কোনরান ও হাদসি বর্ণণতি আল্লাহর নাম ও সফাতসমূহের কোন একটিকেও মানতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলেই সে তার ঈমানকে যথার্থভাবে বাস্তবায়নে সক্ষম হলো না।

(৩) তামসীল (تمثيل)

আল্লাহর কোন সফাত বা বশিষণকে সৃষ্টির সফাতের সাথে সাদৃশ্য প্রদান করাকে “তামসীল” বলে। যমেন কউে যদি বলে- ‘আল্লাহর হাত মানুষের হাতের মত বা মাখলুক যভাবে শুনে আল্লাহও সভাবে শোনেনে কথিবা আল্লাহ আরশের উপরে সভাবেই বসে আছেন যভাবে মানুষ চয়োর বসে...’

সৃষ্টির বশিষণের সাথে স্রষ্টির বশিষণকে তুলনা করা নঃসন্দেহে বাতলি। আল্লাহ বলেছেন, “কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” [সূরা শূরা: ১১]

(৪) তাকযীফ (تكيف)

আল্লাহর সফাত তথা বশিষণসমূহের আকৃতি-প্রকৃতি ও হাকীকত নর্ধারণ করাকে “তাকযীফ” বলে। অর্থাৎ মানুষ তার কল্পনার দৌড় অনুযায়ী বা ভাষার চতুরতার আশ্রয় নিয়ে আল্লাহর গুণাবলীর ধরণ নর্ধারণ করা। এটা অকাট্যভাবে নর্ষিদ্ধ ও বাতলি। মানুষের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয় আল্লাহর সফাতের বশিষণ জানা। আল্লাহ বলেন, “তারা জ্ঞান দিয়ে তাঁকে আয়ত্ত করতে পারব না।” [সূরা ত্বহা: ১১০]

‘ঈমান বল্লাহ’ এর এ চারটি দকি যে ব্য়ক্তি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে পরেছে সে ব্য়ক্তি আল্লাহর প্রতি যথার্থভাবে ঈমান এনছে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে ঈমানের উপর অবচিল রাখুন। আর তিনিই সর্বজ্ঞঃ।

দখুন: শায়খ উছাইমনি রচতি “শারহুল উছুললি ঈমান”।